**বিষয়ঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের**

**বাস্তবায়ন অগ্রগতি (নভেম্বর/২০১৯ মাসের) পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যপত্র**

|  |  |
| --- | --- |
| সভাপতি: | কে এম আলী আজমসচিবশ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় |
| সভার স্থান: | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সভাকক্ষ |
| সভার তারিখ: | ১৭-১২-২০১৯ |
| বিবেচ্য মাস: | নভেম্বর, ২০১৯ |
| সময়: | বেলা ১২.০০ টায় |

গত ১৯ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রম/নং | নির্দেশনার তারিখ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা | গত সভার সিদ্ধান্ত | আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি  |
| ১. | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ও ২৪ মে ২০১৫ | **ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম: শিশুদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।** |  (ক)এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত এ মন্ত্রণালয় হতে ২০২৫ সালের মধ্যে ঝুঁকিপুর্ণ শিশুশ্রমসহ বাংলাদেশকে শিশুশ্রমমুক্ত করার নিমিত্ত কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। জাতীয় মনিটরিং কোর কমিটির পরিদর্শন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। পরিদর্শনের আলোকে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এ বিষয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর পরিদর্শন চেকলিস্টে শিশুশ্রম বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উন্নয়ন অনুবিভাগ কর্তৃক একটি সভা করে কোথায় কোথায় শিশুশ্রম রয়েছে সে বিষয়টি Identify করে নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) শিশুশ্রমমুক্ত শিল্প সেক্টরে শিশু শ্রমিক নিয়োগের প্রমাণ পাওয়া গেলে আইনানুগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) ‘বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)’ প্রকল্পে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বল্প সময়ের মধ্যে ফার্ম নিয়োগসহ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  (ঘ) জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালার আলোকে গঠিত কমিটিগুলোর কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  **(ঙ)** মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত টেলিভিশন কমার্শিয়াল (TVC) বহুল প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় সহ সরকারী ও বেসরকারী টিভি চ্যানেলের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (চ) নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে সাভারে স্থানান্তরিত ট্যানারি শিল্পে যাতে কোন শিশু্শ্রমিক নিযুক্ত না হয় সে-লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।   | (ক) এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত এ মন্ত্রণালয় হতে ২০২৫ সালের মধ্যে ঝুঁকিপুর্ণ শিশুশ্রমসহ বাংলাদেশকে সকল প্রকার শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক গার্মেন্টস শিল্প ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সেক্টরকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম মুক্ত করা হয়েছে এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে আরো ২২টি শিল্প সেক্টরকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম মুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিলো। ইতোমধ্যে ট্যানারি, চামড়াজাত দ্রব্য, শিপ ব্রেকিং, সিল্ক, সিরামিক ও কাঁচ শিল্প সেক্টরের মালিক সমিতির সভাপতি/চেয়ারম্যানগণের নিকট হতে ‘শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা হয় না’ মর্মে প্রত্যয়ন পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে একটি জাতীয় মনিটরিং কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‍উক্ত কমিটি ২০ জুলাই ২০১৯ ও ২০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে সাভারে অবস্থিত চামড়া শিল্প নগরী সরেজমিন পরিদর্শন করে। (খ) শিশুশ্রমমুক্ত শিল্প সেক্টরে যাতে নতুন করে শিশু শ্রমিক নিযুক্ত না হয় তা নিয়মিত পরিদর্শন ও ফলো-আপ পরিদর্শনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় ২৯৯টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সংক্রান্ত ২১৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৫৩টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। (গ) ‘বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)’ প্রকল্পের মাধ্যমে ১ লক্ষ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে প্রত্যাহার করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থ-বছরে সংশোধিত এডিপিতে (২০১৯-২০) ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দ অনুসারে প্রকল্পের ক্রয় কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, প্রকল্পের জনবল নিয়োগ ও এনজিও নির্বাচন সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পের মূল কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। (**ঘ)** জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতির আলোকে National Plan of Action (NPA) বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে (১) জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ, (২) বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ, (৩) জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি (DCLMC) ও (৪) উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি গঠিত হয়েছে। বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের ৭টি বিভাগে এ পর্যন্ত ৪০টি সভা, ৩১টি জেলায় জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি’র ৭৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১০৩টি উপজেলায় কমিটি গঠিত হয়েছে। উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন এবং এর কার্যক্রম জোরদারকরণে সকল জেলা প্রশাসক-কে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় কর্তৃক গত ০২/০৪/২০১৯ তারিখে ও বিভাগীয় কমিশনার-কে ০১/০৮/২০১৯ তারিখে একটি আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। **(ঙ)** ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের জন্য ২১-০৮-২০১৯ তারিখে সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয় । উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে বিটিভি ব্যতীত ৩০টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ডকুমেন্টারির সিডি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয় সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ডকুমেন্টারি বিনা খরচে সম্প্রচার/প্রদর্শন ও টেলিভিশন স্ক্রলবারে প্রদর্শনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে। সে প্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় হতে ৩০টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ডকুমেন্টারির সিডি প্রেরণ করা হয়েছে।(চ) ঢাকা থেকে সাভারে স্থানান্তরিত ট্যানারি শিল্পে যাতে নতুন করে শিশুদের শ্রমে নিযুক্ত না করা হয় সে-লক্ষ্যে গত ১৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হলে গত ১৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিসিক এর চেয়ারম্যানকে ট্যানারি শিল্পে শিশুশ্রম বন্ধে ট্যানারি শিল্প মালিকদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-কে সহযোগিতা প্রদান করতে অনুরোধ করা হয়, সে-প্রেক্ষিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।  |
| ২. | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ও২৪ মে ২০১৫ | (ক) নারী শ্রমিকদের আবাসন ব্যবস্থা ও তাদের নিরাপত্তা: নারী শ্রমিকদের জন্য তাদের কর্মস্থলের কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এ ছাড়া তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।  (খ) কর্মজীবী নারী শ্রমিকের জন্য গৃহায়ন তহবিলের সহায়তায় বন্দর, নারায়ণগঞ্জ এবং কালুরঘাট, চট্টগ্রামে অবস্থিত শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রে ০২টি ১০০০ শয্যাবিশিষ্ট ডরমিটরি নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ডরমিটরিতে বিল্ট-ইন খাটসহ আসবাবপত্রের ব্যবস্থা থাকতে হবে যেন খাটের নীচের অংশ স্টোর হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ডরমিটরির Common Dining Hall ও রান্নাঘরসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক service-এর অতিরিক্ত হিসেবে প্রতিটি ফ্লোরে একটি করে কিচেন এবং কাপড়-চোপড় ধোয়ার জায়গা থাকতে হবে। তা ছাড়া ছোট পরিবারের বসবাসের উপযোগী পৃথক কিছু সংখ্যক কক্ষ/living space রাখা যেতে পারে। | ‘নারায়ণগঞ্জের বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রসহ শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। পরিদর্শনের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত অব্যাহত রাখতে হবে।   | ক) নারী শ্রমিকদের কর্মস্থলের কাছাকাছি তাদের নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে শ্রম অধিদপ্তর এর আত্ততাধীন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র বন্দর, নারায়ণগঞ্জ এর ৫৫ শতক নিজস্ব জমিতে ০৯ তলা ভবন এবং শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম এর ১০১ শতকের নিজস্ব জমিতে ০৬ তলা ভবন বিশিষ্ট ০২ টি শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণের কাজ চলমান আছে। ইতোমধ্যে, প্রকল্পের নারায়নগঞ্জ বন্দর অংশের ৯ম তলার প্লাস্টার ও ফিনিশিং এর কাজ শেষ। বাইরের প্লাস্টার ও ফিনিশিং এর কাজ চলামন। ৮ম তলার প্লাস্টার ও ফিনিশিং এর কাজ চলমান আছে। সম্পূর্ণ ভবনের ৫০% প্লাস্টার ও ফিনিশিং এর কাজ শেষ। কালুরঘাট অংশের মূল ভবনের চতুর্থ তলার ছাদ ঢালাই শেষ। তাছাড়া ১ম তলার সিলিং এর আস্তরের কাজ শেষ। ২য় ও ৩য় তলার ইট গাথুনী এবং প্লাস্টার এর কাজ চলমান আছে। খ) চট্টগ্রাম কালুরঘাটে ও নারায়ণগঞ্জ বন্দরে মহিলা শ্রমজীবী হোস্টেল এবং ০৫ শয্যার হাসপাতাল সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আত্ততায় নারায়নগঞ্জ বন্দরে ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে শ্রমজীবী মহিলাদের জন্য গৃহায়ণ তহবিলের সহায়তায় হাসপাতাল সুবিধাসহ ডরমেটরি নির্মিত হচ্ছে। নির্মাণ সম্পন্ন হলে ২টি ডরমিটরিতে মোট ১৫৮০ জন কর্মজীবী মহিলার আবসন ব্যবস্থা হবে। ডরমিটরিতে বিল্ট-ইন খাটসহ আসবাবপত্রের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে যেন খাটের নীচের অংশ স্টোর হিসেবে ব্যবহার করা হয় । ডরমিটরিতে common Dining Hall ও রান্নঘরসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক Service এর অতিরিক্ত হিসেবে প্রতিটি ফ্লোরে একটি করে কিচেন এবং কাপড়-চোপড় ধোয়ার জায়গা রাখা হয়েছে। তাছাড়া, ছোট পরিবারের বসবাসের উপযোগী পৃথক কিছু সংখ্যক কক্ষ/living Space রাখা হয়েছে।  |
| ৩. | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ও২৪ মে ২০১৫ | শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র: শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোকে শ্রমিকদের কল্যাণে কার্যকর করতে হবে। এ কেন্দ্রে শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল ও থাকার জন্য ডরমিটরি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। |  Development of Occupational Disease Hospital, Labour Welfare Center and Commercial Complex at Chashara on PPP Basis-শীর্ষক প্রকল্প ও শ্রম অধিদপ্তরের ৬টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র এবং ‘দেশের পার্বত্য অঞ্চলের শ্রমিকদের কল্যাণ সুবিধাদি ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং জোরদারকরণে রাঙামাটির ঘাগরায় বহুবিধ সুবিধাসহ কমপ্লেক্স নির্মাণ’-শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম তরান্বিত করতে হবে। | দেশের বিদ্যমান ৩২ টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রম অধিদপ্তর শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সেবা এবং শ্রমিকদের শ্রম আইন, স্বাস্থ্য খাদ্য, পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। তাছাড়া প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যমান ভবনসমূহ মেরামত করে এবং প্রশিক্ষণ উপকরণ, চিকিৎসা উপকরণ চিত্তবিনোদন সামগ্রী সরবরাহ করে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোর সেবা মান অধিকতর জোরদার করা হয়েছে। অধিকিন্তু বিভাগীয় সদরের অবস্থিত শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের চিকিৎসা কর্মকর্তাবৃন্দ এ অঞ্চলে বিদ্যমান গার্মেন্টস ফ্যাক্টোরীতে সারাদিন উপস্থিত থেকে কর্মরত শ্রমিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের বন্দর কালুরঘাট শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে ডরমিটরির ও হাসপাতাল সুবিধা রেখে শ্রম কল্যাণ কমপ্লেক্স নির্মাণ এর কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়া, PPP এর আত্ততায় সর্বশেষ নারায়নগঞ্জের চাষাড়ায় শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের নিজস্ব জমিতে পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মানের বিষয়টি আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এর পর মন্ত্রীসভার অর্থনৈতিক কমিটি (CCEA) কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করলে শ্রম অধিদপ্তর ও অনুমোদিত ভেন্ডর AFC Health এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও PPP কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ভেন্ডর AFCL এর ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় Financial Closure সম্পন্ন করে প্রকল্প শুরু করতে পারছে না বলে PPP কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়। বর্তমানে Bangladesh Infrastrcture Finance Fund Limited (BIFFL) নামক Leasing Company এর সাথে Financial Closure সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় গত ০৫/০৯/২০১৯ তারিখে BIFFL দপ্তরের পাবলিক প্রাইভেট অথোরিটি ও ভেন্ডর AFC কোম্পানিকে প্রদানকৃত observation নিয়ে পাবলিক প্রাইভেট অথোরিটি ও AFC এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে AFC ইতোমধ্যে পরামর্শক নিয়োগ দিয়েছেন যারা BIFFCL এর চাহিদামতে প্রয়োজনীয় Documents প্রণয়নের কাজ করছে।  |
| ৪. | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ও২৪ মে ২০১৫ | বরিশাল, সিলেট এবং রংপুর বিভাগে নতুন ০৩টি শ্রম আদালত স্থাপনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। তাছাড়া ঢাকায় অবস্থিত ০৩টি শ্রম আদালতের ০১টি নারায়নগঞ্জে এবং ০১টি গাজীপুরে স্থানান্তরের বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। | (ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বরিশাল, সিলেট এবং রংপুর বিভাগে নবগঠিত ৩টি শ্রম আদালতে কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুরে পৃথক ২টি শ্রম আদালত গঠনের বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  | (ক) সিলেট, বরিশাল ও রংপুর শ্রম আদালত গঠন সংক্রান্ত গেজেট গত ২৪-০৬-২০১৯ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বরিশাল শ্রম আদালতে চেয়ারম্যান পদায়ন করা হয়েছে। নবগঠিত সিলেট ও রংপুর শ্রম আদালতে দুটিতে চেয়ারম্যান নিয়োগের জন্য আইন ও বিচার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং সচিব মহোদয় কর্তৃক আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। চেয়ারম্যান নিয়োগ না দেয়া পর্যন্ত ২য় শ্রম আদালত, চট্টগ্রামের চেয়ারম্যানকে শ্রম আদালত, সিলেট ও শ্রম আদালত, রাজশাহী’র চেয়ারম্যান-কে শ্রম আদালত, রংপুরের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রম আদালত বরিশালের জন্য ইতোমধ্যে ২টি কক্ষ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অফিস বরাদ্দের জন্য বরিশাল গণপূর্ত বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হলে গণপূর্ত বিভাগের আওতাধীন কোন ভবন নেই মর্মে জানিয়ে দেয়ায় দ্রুততম সময়ে অফিস ভবন ভাড়া নেয়ার জন্য চেয়ারম্যান, বরিশাল, শ্রম আদালত-কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।  ৩টি আদালতে রেজিস্ট্রার নিয়োগের লক্ষ্যে গত ০১-০৯-২০১৯ তারিখ সরকারি কর্মকমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃক রেজিস্ট্রার নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর বরিশালের উপ-পরিচালক-কে শ্রম আদালত, বরিশালের রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আদালতসমূহের টিওএন্ডই’তে অন্তর্ভূক্তকরণে নবগঠিত সিলেট, বরিশাল ও রংপুর শ্রম আদালতের টিওএন্ডই’তে অন্তর্ভুক্তির আদেশ অর্থ বিভাগ কর্তৃক পৃষ্ঠাংকন করা হয়েছে। (খ) ঢাকায় অবস্থিত ০৩টি শ্রম আদালতের মধ্যে ৩য় শ্রম আদালত নারায়নগঞ্জে ও ২য় শ্রম আদালত গাজীপুরে স্থানান্তরকরণের বিষয়ে গত ১৮-০৭-২০১৯ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হলে ঢাকায় অবস্থিত ২টি শ্রম আদালত স্থানান্তর না করে নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুরে নতুন শ্রম আদালত সৃজনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য  অনুরোধ করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে গাজীপুর ও নারায়নগঞ্জ ২টি শ্রম আদালত গঠনের জন্য ১৪টি করে ২৮টি পদ সৃজন এবং যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি (এসিসহ) টিওএন্ডই’তে অন্তর্ভূক্তকরণে নির্ধারিত ছক মোতাবেক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণের জন্য গত ২৫-০৯-২০১৯ তারিখ শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে পত্র প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে কেবলমাত্র পদসৃজনের প্রস্তাব পাওয়া গেছে।  |
| ৫. | ২৪ মে ২০১৫  | যে-সকল শিল্প সেক্টরের মজুরি নির্ধারণের সময় ৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে সে-সকল শিল্প সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধাণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।  | যেসব শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির নাম পাওয়া গেছে সেসব শিল্প সেক্টরের মজুরি পুণ:নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। শ্রম অধিদপ্তরকে যথাশীঘ্র মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির নাম মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।  | নিম্নতম মজুরি ঘোষণার মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া বিভিন্ন শিল্প সেক্টরের অনুকূলে মজুরি বোর্ড গঠনের লক্ষে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধির মনোনয়ন বিষয়ে ৪২টি শিল্পসেক্টরের মধ্যে ১১টি শিল্পসেক্টরে জরুরীভিত্তিতে মালিক প্রতিনিধির মনোনয়ন প্রেরণের জন্য শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এবং শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধির নামের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জাতীয় শ্রমিক লীগকে পুনরায় তাগিদপত্র এবং বিভাগীয় শ্রম দপ্তর ও আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরসমূহকে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, চট্টগ্রাম হতে আয়ুর্বেদিক কারখানার শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন এবং বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনা থেকে পেট্টোল পাম্পের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির মনোনয়ন প্রেরণ করেছেন।  |
| ৬. | ২৪ মে ২০১৫  | কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পারসোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) সার্টিফিকেশনের জন্য একটি National Industrial Safety Academy স্থাপন করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে টঙ্গীতে বিদ্যমান শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (IRI)-এর জমি অথবা তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকাতে এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে। | রাজশাহীতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।  | রাজশাহীতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পটি ১০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। গত ০১/১১/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্হাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি সন্তোষজনক রয়েছে। প্রকল্পের পুনগঠিত ডিপিপি বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য দ্রুত PSC সভা আহব্বান করা হবে। এ প্রকল্পের প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুযায়ী ক্রয় কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের কয়েটি বিল্ডিং নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। অধিকাংশ ভবনের ২য় তলার ছাদ ঢালাই এর কাজ চলমান রয়েছে। |

স্বাঃ/-

১৫/১২/২০১৯

মোঃ মহিদুর রহমান

উপসচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়